

মডিউল-৫

ইফতিরাক ও ইখতিলাফ

ইফতিরাকের পরিচিতি:

ইফতিরাক (فُرْقَة) শব্দটি আরবি ‘ফারক’ শব্দ থেকে গৃহীত। এর অর্থ পার্থক্য করা, বিভক্ত করা, বিচ্ছিন্ন করা ইত্যাদি। ইফতিরাক (فُرْقَة) অর্থ বিচ্ছিন্ন হওয়া, দলাদলি করা, বিভক্ত হওয়া ইত্যাদি। ফিরকা (الفرقة) অর্থ দল, সংগঠন। ইফতিরাক শব্দটি ‘ইজতিমা’(جَمِيعًا) শব্দটির বিপরীত। মহান আল্লাহ বলেন:

واعتصموا بحبل الله جمِيعاً و لا تفرقوا

“তোমরা আল্লাহর রাজ্ঞি দৃঢ়ভাবে ধারণ কর এক্যবন্ধভাবে এবং পরম্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।”

এখানে আল্লাহ জামা‘আত বা ইজতিমা-এর বিপরীতে ‘ইফতিরাক ও তাফার্রুক’ উল্লেখ করেছেন। ইজতিমা অর্থ এক্যবন্ধ হওয়া, অবিভক্ত হওয়া, দলবিহীন হওয়া ইত্যাদি।
(সূরা আল-ইমরান: ১০৩)

ইখতিলাফ থেকে ইফতিরাক

‘ইফতিরাক’ শব্দের নিকটবর্তী আরেকটি শব্দ ‘ইখতিলাফ’। ইফতিরাক অর্থ বিচ্ছিন্ন হওয়া বা দলে দলে বিভক্ত হওয়া। আর ইখতিলাফ অর্থ মতভেদ করা। ইখতিলাফ বা মতভেদ ইফতিরাক বা বিভক্তির অন্যতম কারণ, তবে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য সুস্পষ্ট। মতভেদ মানবীয় প্রকৃতি। দ্ব্যজন মানুষ কখনোই শতভাগ একমত হতে পারে না। স্বামী-স্ত্রী বা পিতা-পুত্র থেকে শুরু করে পরিবার বা সমাজ সর্বত্রই মতভেদ বিদ্যমান। কিন্তু সকল মতভেদ শক্তি, বিদ্বেশ, বিভক্তি বা দলাদলি নয়। মতভেদকারী ব্যক্তিগণ যখন নিজের মতকেই একমাত্র ‘হক ও অন্যমতকে বাতিল মনে করেন এবং অন্যমতের অনুসারীদের “অন্যদল” মনে করেন তখনই তা ইফতিরাক বা ‘বিচ্ছিন্নতা’-য় পরিণত হয়। ‘ইখতিলাফ’ ও ‘ইফতিরাক’-এর মধ্যে পার্থক্য রয়েছে:

- (১) ইফতিরাক বা ফিরকাবাজি ইখতিলাফ বা মতভেদের চুড়ান্ত ও নিন্দনীয় পর্যায়।
- (২) সকল ইফতিরাকই ইখতিলাফ। অর্থাৎ, সকল বিভক্তির মধ্যেই মতভেদ রয়েছে। কিন্তু সকল মতভেদই বিভক্তি নয়। ইখতিলাফ ছাড়া ইফতিরাকের অস্তিত নেই, তবে ইফতিরাক ছাড়াও ইখতিলাফ থাকতে পারে। এজন্য ইফতিরাককে ইখতিলাফ বলা যায়, তবে ইখতিলাফকে ইফতিরাক বলা যায় না।
- (৩) ইখতিলাফ সর্বদা ইফতিরাক বা দলাদলি সঞ্চ করে না। সাহাবীগণের যুগ থেকে মুসলিম উম্মাহের ইমাম ও আলিমদের মধ্যে ‘মতভেদ’ বা ইখতিলাফ ছিল, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের মধ্যে দলাদলি-বিচ্ছিন্নতা বা ইফতিরাক ছিল না।

(৪) শরীয়তের দষ্টিতে ইখতিলাফ বা মতভেদ নিষিদ্ধ নয়, বরং অনেক সময় তা প্রশংস্তা সষ্টি করে। পক্ষান্তরে ইফতিরাক বা দলাদলি ও বিচ্ছিন্নতা সকল ক্ষেত্রেই নিষিদ্ধ ও নিন্দনীয়।

(৫) ইখতিলাফকারী আলিম নিন্দিত নন, বরং তিনি ইখলাস ও ইজতিহাদের ভিত্তিতে প্রশংসিত ও পুরস্কারপ্রাপ্ত। মুজতাহিদ ভুল করলে একটি পুরস্কার ও সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছালে দ্বিতীয় পুরস্কার লাভ করেন।

(৬) ইখতিলাফের ভিত্তি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ইলম বা জ্ঞান ও দলিল। আর ইফতিরাকের ভিত্তি সর্বদাই ব্যক্তিগত পছন্দ বা প্রবণতির অনুসরণ, জিদ এবং ইখলাসের অনুপশ্চিতি। ইখতিলাফের ক্ষেত্রে আলিমগণ প্রত্যেকে নিজের মতকে সঠিক, অধিকতর শুন্দি বলে মনে করলেও অন্যমতটিকে বাতিল ও অন্যমতের আলিমকে ‘বিভ্রান্ত’ বলে মনে করেন না, বরং তার দলিলকে দ্বর্বল বলে গণ্য করেন। পক্ষান্তরে ইফতিরাকের ক্ষেত্রে প্রত্যেক আলিম নিজের মতকে একমাত্র সত্য এবং অন্যমতকে ভ্রান্ত বলে গণ্য করেন।

(৭) ইলম, ইখলাস, ইসলামী ভাতত্ত্ববোধ ও ভালবাসার সাথে ইখতিলাফ থাকতে পারে। কিন্তু এগুলোর সাথে ‘ইফতিরাক’ থাকতে পারে না। কেবলমাত্র এগুলির অনুপশ্চিতিতেই ইফতিরাক জন্ম নেয়।

ইখতিলাফ ও তার প্রকারভেদ

এ পথবীতে যতো ধর্মত রয়েছে প্রত্যেক ধর্মেই মতানৈক্য বিদ্যমান। মৌলিক নীতিবিধান থেকে শুরু করে সামান্য বিষয় প্রযন্ত্র এ মতভেদ বিস্তৃত। কিন্তু, মহান আল্লাহর একমাত্র মনোনীত দান ইসলামে আকাংস্দ বা মৌলিক বিশ্বাসে ইখতেলাফ বা মতানৈক্যের কোন অবকাশ নেই। এতদাসত্ত্বেও মুসলমানদের মধ্যে আকাংস্দ বা মৌলিক বিশ্বাস বিষয়ে যতো মতভেদ এ ঘাবত হয়ে আসছে অভিশপ্ত শয়তান, ইয়াভুদী-নাসারা ও অনুসলিমদের ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতা ও ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবেই হয়েছে। সাধারণ মুসলমানদের নিকট বড় প্রশ্ন হলো, আল্লাহ-এক, রাসুল (সা:) এক, কোরআন এক, কেবলা এক; এতদাসত্ত্বেও মুসলমানদের মধ্যে এতো মতভেদ কেন? আকীদাগত দিক থেকে সুন্নী, ওহাবী, মওদুদী ইত্যাদি; আমলের দিক থেকে-হানাফী, মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী। তরীকতের দিক থেকে কাদেরীয়া, চিশতীয়া, সোহরাওয়ার্দীয়া ও নকশাবন্দীয়া ইত্যাদি। এ বিষয়ে বুঝতে হলে ইসলামী বিধানের প্রকারভেদ ও তার স্বরূপ জানতে হবে। আকাংস্দের নির্ভরযোগ্য কিতাব শরতে আকাংস্দুন-নাসাফীর ভূমিকায় বর্ণিত-

-ان الأحكام الشرعية منها ما يتعلق بكيفية العمل وتسمى فرعية وعملية ومنها ما يتعلق بالاعتقاد وتسمى اصلية واعتقادية-

অর্থাৎ শরীয়তের বিধানসমহের মধ্যে অনেক গুলোর সম্পর্ক আসল পদ্ধতি ও পর্যায়ের সাথে রয়েছে। (যেমন ফরয, ওয়াজিব, মোস্তাহব, হারাম ও মাকরহ ইত্যাদি)। এগুলোকে বলা হয় আমল সংক্রান্ত ও শাখা-প্রশাখা বিষয়। (এসব বিষয় যে শাস্ত্রে আলোচিত হয় তাকে বলা হয় - ফিকহ শাস্ত্র)। শরীয়তের অনেকগুলো বিষয় আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে সম্পৃক্ত। এগুলোকে বলা হয় মৌলিক বা বিশ্বাস সম্পর্কিত বিধান। আমল সংক্রান্ত বিধানসমূহ তার বিস্তারিত দলীল সহকারে জানার নাম “ইলমুল ফিকহ”, আকাউদ সম্পর্কিত বিষয়সমূহ তার দলীলসহ জানার নাম “ইলমে কালাম”।

(১) আকাউদ বা বিশ্বাস সম্পর্কিত বিধান। যেমন আল্লাহ তা'আলা একক অদ্বিতীয়, তিনি চিরস্তন, তার কোন সমকক্ষ নেই। নবী রাসুলগণ মাসুম বা নিস্পাপ। কবরের আযাব সত্য ইত্যাদি।

(২) আমল সম্পর্কিত বিধান। যেমন নামাজ, রোষা, হজ, যাকাত, সদকায়ে ফিতর, কোরবানি ইত্যাদি। প্রথম প্রকার হলো আসল ও মূল ভিত্তি। দ্বিতীয় প্রকারের যাবতীয় বিধান গ্রহণযোগ্য হওয়ার জন্য আকাউদ বিশুদ্ধ হওয়া পূর্বশর্ত।

। এজন্য ইমামগণ বলেছেন-

ان كثرة الصلوة والصيام لا ينفع مع العقيدة ألفا سدة۔

অর্থাৎ আকীদা ভাস্ত হলে অধিক নামায ও রোষা কোন উপকারে আসবে না। এ জন্য কোরআন পাকে প্রথমে ঈমান, অতঃপর আমলের কথা বলা হয়েছে। যেমন-

وَالْعَصْرِ * إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي حُسْنٍ * إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

সময়ের শপথ, নিশ্চয় মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে, কিন্তু যারা ঈমান-এনেছে এবং সৎকাজ করেছে। অর্থাৎ প্রথম প্রকরের গুরুত বর্ণনা করে ইমামগণ বলেন, যে ব্যক্তি ইলমে কালাম বা আকাউদ সম্পর্কে জানলো না, সে আম্বিয়া কেরাম, কোরআন, হাদিস, উসুলে ফিকাহ ও ফিকাহ কিছুই জানলো না। (নিবরাস, শরহে আকাউদ-এ-নাসাফী, পৃষ্ঠা ১৩)।

ইসলামী বিধানের প্রকারান্তরে ইখতেলাফও দ্বাপ্রকার ।

- (১) উসুলী ইখতেলাফ বা মৌলিক বিষয়ে মতভেদ,
- (২) ফুরোয়ী ইখতেলাফ বা আমল সম্পর্কিত বিষয়ে মতভেদ ।

পবিত্র কোরআন ও হাদিসে যে ইখতিলাফ ও মতভেদকে উম্মতের ধ্বংস বা ভ্রষ্টতার মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, তা হলো উসুলী ইখতেলাফ বা মৌলিক বিষয়ে মতভেদ । এ প্রকার ইখতেলাফ থেকে দূরে থাকার জন্য হাদিসে নবী কারীম সা: উম্মতকে বার বার সর্তক করেছেন । হ্যরত ইরবায ইবনে সারিয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু কর্তৃক বর্ণিত হাদিসে আছে, তোমাদের মধ্যে যারা আমার পরে জীবিত থাকবে, তারা অদূর ভবিষ্যতে অনেক মতভেদ দেখতে পাবে । তোমরা আমি ও আমার হেদায়াতপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের তরীকাকে অবলম্বন করো এবং মজবুতভাবে আকড়ে ধরো । (আংশিক) (ইবনে মাজা-৪৪, তিরমীয়ী-২৬৭৬,) ।

অনুরূপভাবে হ্যরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত হাদিসে নবী (সা:) ইরশাদ করেন,

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: دَعُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِسُؤَالِهِمْ وَاحْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَبِبُوهُ، وَإِذَا أَمْرَتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিতঃ তিনি বলেছেন- তোমরা আমাকে প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাক, যতক্ষণ না আমি তোমাদের কিছু বলি । কেননা, তোমাদের পূর্বে যারা ছিল, তারা তাদের নবীদের অধিক প্রশ্ন করা ও নবীদের সাথে মতবিরোধ করার কারণেই ধ্বংস হয়েছে । তাই আমি যখন তোমাদের কোন বিষয়ে নিষেধ করি, তখন তা থেকে বেঁচে থাকো । আর যদি কোন বিষয়ে আদেশ করি তাহলে সাধ্যমত পালন কর । (বুখারী পর্ব ১৬/২ হাঃ ৭২৮৮, মুসলিম পর্ব ১৫/৭৩ হাঃ ১৩৩৭)

আক্সাইদ সম্পর্কিত বিষয়ে ইজতেহাদ জায়েয নেই। এ বিষয়ে ইজতেহাদ প্রষ্টতা ও আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরে পড়ার কারণ। নিশ্চয়ই এটা জঘন্য পাপ। আক্সাইদ সম্পর্কিত বিষয়ে 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত'-এর আকীদা হলো সবচেয়ে নিরাপদ ও একমাত্র সঠিক পথ। (আল ঈমান ওয়াল ইসলাম,পৃষ্ঠা ৭৬,ইস্তাম্বুল, তুরস্ক)।

ইসলামে এ যাবত যতো ভ্রান্ত দল-উপদলের আবির্ভাব ঘটেছে, তারা মূলতঃ আক্সাইদ বিষয়ে মতানৈক্যের ফলে ইসলামের মূল ধারা "আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত" থেকে বহিভ্রত হয়ে পড়েছে। কাদিয়ানী, শিয়া, রাফেজী, খারেজী ইত্যাদি আকীদাগত মতভেদ করেছে। নিঃসন্দেহে এগুলো গোমরাহী; বরং এদের অনেক আকীদা কুফুরী।

দ্বিতীয় প্রকার ইখতেলাফ অর্থাৎ আমল সম্পর্কিত বিষয়ে মতভেদকে হাদিস শরীফে "রহমত" হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ বিষয়ের উপর হ্যরত আল্লামা আবদুর রহমান জায়রী রাহমাতল্লাহি আলাইহি "রহমতুল উম্মা আলা ইখতেলাফিল আইম্মা" নামক একটি কিতাবও লিখেছেন যা ইমাম আবদুল ওহাব শারানী রাহমাতুলল্লাহি আলাইহি লিখিত এতদসম্পর্কিত কিতাবের সাথে মুদ্রিত হয়েছে।

এ সম্পর্কে ইমামগণ বলেন, 'আমাদের ইমামদের মতভেদ হলো শরীয়তের মাসআলাসমূহ ইজতেহাদ ভিত্তিক। তাদের মধ্যে দ্বীনের মৌলিক বিষয়াবলী ও আক্সাইদ সম্পর্কিত বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। অনুরূপভাবে তাদের মধ্যে শরীয়তের ঐসব বিষয়েও কোন মতানৈক্য নেই, যা দ্বীনের মৌলিক বিষয় হিসেবে হাদিসে মুতাওয়াতের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। তাদের মধ্যে শরীয়তের কিছু কিছু আমল সম্পর্কিত বিধান নিয়ে মতভেদ রয়েছে। এর কারণ হলো তাদের খোদাপ্রদত্ত বোধশক্তি ও দলিলের শক্তির তারতম্য। এই প্রকার ইখতেলাফকে পরিত্র হাদিসে উম্মতের জন্য রহমত বলে উল্লেখ করা হয়েছে।'

উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, জামাআত বা ঐক্য এবং তাফাররুক বা বিভক্তি মূলত ‘ক্লবী’ বা ‘ই’তিকাদী’ আমল’ অর্থাৎ অন্তরের বা বিশ্বাসের কর্ম। দৈহিক ঐক্যবন্ধতা বা সকলের একসমন্বয়ে উপস্থিতি জামাআতের একটি প্রকাশ। এ অর্থে সালাতের জামাআতে উপস্থিত হতে হয়। তবে ঐক্যবন্ধ অর্থে উপরের আয়াত ও হাদীসগুলোর আলোকে সকল মুসলিম একসমন্বয়ে একত্রিত হওয়া, একটি দলে নাম লেখানো বা অনুরূপ কোনো বাহ্যিক কর্মকে জামাআত বলে মনে করা যাচ্ছে না। আমরা দেখলাম যে, পারস্পারিক ভালবাসা, প্রীতি ও ভাতত্ত্বই জামাআত এবং পারস্পারিক হিংসা-বিদ্রে ও শত্রুতাবোধই বিভক্তি। এ থেকে জানা যায় যে, হৃদয়ের মধ্যে সকল মুসলিমের প্রতি ভালবাসা ও ভাতত্ত্ব অনুভব করা, মতভেদ সত্ত্বেও মুসলিমকে নিজের দ্বিনী ভাই এবং নিজের দলের মনে করা এবং নিজেকে সকলের সাথে ঐক্যবন্ধ বলে মনে করাই মূলত জামাআত। এর বিপরীতে অন্য মুসলিমদের প্রতি হিংসা-বিদ্রে বা শত্রুতা পোষণ করা, নিজেকে তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন, পথক ও স্বতন্ত্র বলে মনে করাই তাফাররুক বা ইফতিরাক।

মু’আবিয়া (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা:) বলেন:

أَلَا إِنَّ مَنْ قَبَّلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ (الكتابীন) افْتَرَقُوا عَلَىٰ ثِنَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَةً وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَةَ سَتَفَرَّقُ عَلَىٰ ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ ثِنَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ

“তোমরা জেনে রাখ! তোমাদের পূর্ববর্তী কিতাবীগণ (ইহুদী ও খষ্টানগণ) ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছিল। আর এ উন্নত ৭৩ দলে বিভক্ত হয়ে যাবে। এদের মধ্যে ৭২ দল জাহানামে এবং একটি দলই জান্নাতে। তারা জামাআত।” । । (আবু দাউদ ৪/১৯৮; হাকিম, আল-মুসতাদুরাক ১/২১৮)

সমকালীন ইফতিরাকের বিভিন্ন কারণ

প্রাচীন যুগ থেকেই উম্মতের মধ্যে বিভিন্ন প্রবেশ করেছে। বর্তমানে তা অনেক বেশি প্রকট রূপ ধারণ করেছে। বিশেষ করে মূলধারার বা কুরআন, সুন্নাহ ও শরীয়াহ অনুসারী ধার্মিক মুসলিমদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকট হয়েছে। এজন্য আমরা সংক্ষেপে সমকালীন বিভিন্ন কয়েকটি কারণ উল্লেখ করছি।

ক. আকীদার মতভেদ

উম্মতের প্রাচীনতম বিভিন্ন কারণ ছিল আকীদা বা বিশ্বাসগত মতভেদ। ইসলামের প্রথম যুগগুলোতে আকীদার ভিত্তিতে শিয়া, খারিজী, মুতাফিলী, জাহমী, কাদারী, জাবারী ইত্যাদি ফিরকার জনা হয়েছিল। তাদের বিপরীতে সাহাবীগণের অনুসারী মূল ধারার মুসলিমগণ নিজেদেরকে ‘আহলুস সুন্নাত ওয়াল জামাআত’ অর্থাৎ সুন্নাত ও ঐক্যের অনুসারী বলে গণ্য করতেন। পরবর্তী যুগে ‘আহলুস সুন্নাত’-এর অনুসারীদের মধ্যেও আকীদার ছোট বা বড় বিষয়গুলো নিয়ে বহু প্রকারের অনৈক্য ও বিভিন্ন জনা নিয়েছে। আমরা দেখেছি যে, ঐক্য ও বিভিন্ন মূলত বিশ্বাস বা মনের কর্ম।

খ. ফিকহী মতভেদ

আকীদাগত মতভেদ নিয়ে বিভিন্ন চেয়েও অনেক বড় ও প্রকট হয়ে পড়েছে বর্তমান যুগে ফিকহী মতভেদ কেন্দ্রিক বিভিন্ন। আমরা দেখি যে, ইসলামের প্রথম যুগগুলোতে আকীদার মতভেদ নিন্দনীয় ও বিভিন্ন বলে গণ্য করা হতো, তবে ফিকহী মতভেদ সহনীয় বলে গণ্য ছিল। ক্রসেড যুদ্ধের যুগগুলোতে মাযহাবী মতভেদ এক প্রকারের বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করে। বর্তমানে ফিকহী মতগুলো

পূর্বের যুগের চেয়েও অনেক প্রকটভাবে বিভিন্ন অন্যতম কারণ হিসেবে পরিণত হয়েছে।

গ. আকীদা ও ফিকহী মতভেদে সাহাবীগণের পদ্ধতি পরিত্যাগ

সমকালীন বিভিন্নির অন্যতম কারণ- মতভেদের ক্ষেত্রে সাহাবীগণের কর্মধারা পরিত্যাগ করা। আমরা দেখি যে, সাহাবীগণের যুগ থেকেই উপরের দ' প্রকারের মতভেদ বিদ্যমান ছিল। উভয় ক্ষেত্রেই তারা জামাআত বা ঐক্য ও ভাতত্ত্বের দিকে লক্ষ্য রেখেছেন।

সাহাবী-তাবিয়ীগণ আকীদা বিষয়ক মতভেদকে নিন্দনীয় ও বর্জনীয় বলে গণ্য করেছেন। কারণ আকীদা অপরিবর্তনীয় ও স্থির। এখানে কুরআন ও হাদীসের সুস্পষ্ট বক্তব্যের অতিরিক্ত ইজতিহাদ, ভিন্নমত বা নতুন মতের প্রয়োজন বা সুযোগ নেই। এরপরও তারা আকীদা বিষয়ক মতভেদ বা বিভ্রান্তিতে লিঙ্গদের প্রতি জামাআত, ভাতত্ত্ব বা ঐক্যবোধের চেতনা লালন করতেন। খারিজীগণ সাহাবীগণকে এবং খারিজীদের সাথে শতভাগ একমত নয় এরূপ সকল মুসলিমকে অত্যন্ত খোঁড়া ও ভিন্নিহীন ‘দলিল’ দিয়ে কাফির বলে গণ্য করেন এবং ঢালাওভাবে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ ও হত্যায় লিঙ্গ হন। সাহাবীগণ খারিজীদের বিরুদ্ধে ময়দানে যদ্ব করার পাশাপাশি তাদেরকে কাফির বলা থেকে বিরত থেকেছেন। তাদের ঈমান, আমল ও আবেগের মূল্যায়ন করেছেন। যুদ্ধের ময়দানের বাইরে তাদের পিছনে সালাত আদায়-সহ তাদের সাথে ধর্মীয় ও সামাজিক সম্পর্ক রক্ষা করেছেন।

(ইবনু তাইমিয়া, মাজমুউল ফাতাওয়া ৭/২১৭-২১৮; ড. নাসির আল-আকল, আল-খাওয়ারিজ, পৃ. ৪৭-৫৬)

খারিজীগণের বিষয়ে আলী (রা)-কে প্রশ্ন করা হয়: এরা কি কাফির? তিনি বলেন, এরা তো কুফরী থেকে বাঁচার জন্যই পালিয়ে বেড়াচ্ছে। বলা হয়, তবে কি তারা মুনাফিক? তিনি বলেন, মুনাফিকরা তো খুব কমই আল্লাহর যিকির করে, আর এরা তো রাতদিন আল্লাহর যিকরে লিঙ্গ। বলা হয়, তবে এরা কী? তিনি বলেন, এরা বিভ্রান্তি ও নিজ-মত পূজার ফিতনার মধ্যে নিপতিত হয়ে অন্ধ ও বধির হয়ে গিয়েছে। ফিকহী মতভেদকে সাহাবী-তাবিয়ীগণ নিন্দনীয় বা বর্জনীয় বলে গণ্য করেননি। এক্ষেত্রে সাধারণত তারা নিজের মতের পক্ষে দলিল পেশ করতেন, তবে ভিন্নমতকে বাতিল করতেন না। কেউ ভিন্ন মত খন্ডন করলেও কখনোই তারা ফিকহী ভিন্নমতের কারণে ভিন্নমতাবলম্বাকে অবজ্ঞা করেননি এবং তার থেকে বিমুক্তি বা বিচ্ছিন্নতার কথা বলেননি। বরং, ভিন্নমত-সহ পারস্পরিক ভাতত্ত্ব, ভালবাসা, শ্রদ্ধাবোধ ও ঐক্যবোধ লালন করেছেন। (ইবনুল আসীর, আন-নিহাইয়াহ ফী গারিবিল হাদীস ২/১৪৯)

সমকালীন বিভিন্নিতে উভয় ক্ষেত্রেই প্রাণিকক্তা লক্ষ্য করা যায়। আকীদার ক্ষেত্রে ছোট-বড় সকল বিষয়ে ‘ভান্ত’ মতের নিন্দার পাশাপাশি সে মতের অনুসারীকে বিভিন্ন অজুহাতে কাফির বা ইসলামের শত্রু বলে প্রমাণ এবং তার প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ প্রচারের প্রবণতা লক্ষণীয়। এর চেয়েও প্রকট ফিকহী বিষয়ক মতভেদকে নানাবিধ অজুহাতে আকীদার মধ্যে নিয়ে যাওয়া এবং ফিকহী ভিন্নমত খন্ডনের পাশাপাশি ভিন্ন মতের অনুসারীর প্রতি অবজ্ঞা, বিদ্বেষ, বিমুক্তি, বিচ্ছিন্নতা বা ‘ভিন্নদল’ চেতনা লালন ও প্রচার করা।

ঙ. স্মালোচনায় ইসলামী আদব লজ্জন

আমরা দেখেছি যে, মতভেদ থেকে বিভিন্নির আগমন ঘটে। আর এক্ষেত্রে ভিন্নমত খন্ডন বা ভিন্নমতের স্মালোচনার অজুহাতে ভিন্নমতের অনুসারীদের প্রতি ব্যক্তিগত বা দলগত আক্রমণ বা তাদের ‘ধার্মিকতা’, ‘তাকওয়া’ বা ‘ইখলাসের’ প্রতি কটাক্ষ বিভিন্নিকে তরান্তি ও প্রকট করে। আমরা জানি, কুরআন-হাদীসে আহলে কিতাবদের সাথে বিতর্কের ক্ষেত্রে ‘উত্তম’ আচরণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মুমিনদেরকে পরস্পর কটাক্ষ, উপহাস, টিপ্পনি, খারাপ উপাধি ব্যবহার ইত্যাদি থেকে নিষেধ করা হয়েছে। ধারণা বা সন্দেহ নির্ভর সিদ্ধান্ত বা বক্তব্য থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

চ. ঈমানী ভাতত্ত্বের অবমূল্যায়ন

কুরআন ও হাদীসে মুমিনদেরকে পরস্পর ভাই বলা হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْرَجُوا مُعْمَلَةً مُعْمَلَةً﴾ মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভিন্ন কিছুই নয়। (সূরা হজুরাত, ১০ আয়াত)।

আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلَيَاءُ بَعْضٍ﴾

“এবং মুমিন পরস্পরগণ ও মুমিন নারীগণ পরস্পরের অভিভাবক বা বন্ধু।”(সূরা তাওবা ৭১ আয়াত)

এখানে মহান আল্লাহ ‘মুসলিম’ না বলে ‘মুমিন’ বলেছেন। উভয় শব্দ সমর্থক হলেও ঈমানের মধ্যে বিশ্বাসের দিকটি এবং ইসলামের মধ্যে কর্ম ও দান পালনের দিকটি অধিক জোরদার। এ থেকে জানা যায় যে, যতক্ষণ কোনো ব্যক্তি ঈমানের সাক্ষ্য দিচ্ছেন এবং সন্দেহাতীত কুফর-শিরকে লিপ্ত হচ্ছেন না, ততক্ষণ তিনি অন্য মুমিনের “দীনী ভাই” বলে গণ্য। কুরআনে রাত্তি সম্পর্কের ভাতত্ত্বের চেয়ে “ঈমানী ভাতত্ত্ব”-কে অধিক গুরুত প্রদান করা হয়েছে। কুরআনে “ভাই” শব্দটির ব্যবহারের ব্যাপকতা লক্ষণীয়। হত্যাকারীকে নিহতের পরিজনের “ভাই” বলা হয়েছে(সূরা বাকারা: ১৭৮ আয়াত)

দ্বিতীয় মুমিন গোষ্ঠীর মধ্যে যুদ্ধ চলা অবশ্যতেও তাদেরকে “ভাই” বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।(সূরা হজুরাত: ৯-১০ আয়াত)

অর্থাৎ মানবীয় দ্রব্যলতার শিকার হয়ে একজন মুমিন অন্য মুমিনকে খুন করে ফেলার সশব্দনা অস্বীকার করা যায় না। দ্বিতীয় মুমিনের পরস্পর যদ্দে লিপ্ত হয়ে পড়ার সশব্দনাও অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এ কারণে তাদের কেউ কাফির হন না বা চিরশক্তিতে পরিণত হন না। ঈমান ও ঈমানী ভাতত্ত্ব বহাল থাকে।

উম্মতের বিভিন্নির অন্যতম কারণ বিভিন্ন অজুহাতে ঈমানের গুরুত অবমূল্যায়ন করা। মুমিনের ঈমানকে স্বাকার করার পাশাপাশি তার বড় বা ছোট পাপ ও বিভ্রান্তির কারণে তার প্রতি শত্রুতা বা বিদ্বেষভাব পোষণ করা বা তার থেকে নিজেকে বিমুক্ত, বিচ্ছিন্ন বা ভিন্ন দলের বলে মনে করা ঈমানের অবমূল্যায়ন ছাড়া কিছুই নয়। আর ভিন্ন মতের কারণে মুমিনের ঈমান, সালাত, সিয়াম ও অন্যান্য সকল ইবাদতকে অবমূল্যায়ন করে তার বিরুদ্ধে অবজ্ঞা, বিদ্বেষ বা শত্রুতা পোষণ বা প্রচার করা আরো অধিক অন্যায়।

ছ. ভিন্ন মতের প্রান্তিকদের অজুহাতে নিজের প্রান্তিকতার বৈধতার দাবি

বহুবিভক্ত উম্মতের প্রত্যেক ধারার মধ্যেই প্রান্তিকতা বিদ্যমান। যখনই কোনো ধারার অনুসারীদের অন্য ধারার অনুসারীদের প্রতি প্রশংসন ও সহনশীল হওয়ার জন্য কুরআন, সুন্নাহ বা সালফে সালিহীনের কর্মধারার উল্লেখ করা হয়, তখনই তারা ভিন্ন ধারার কিছু বক্তব্য উল্লেখ করে তাদের নিজেদের প্রান্তিকতার বৈধতা প্রমাণের চেষ্টা করেন, যদিও সাধারণভাবে আমরা জানি যে, কোনো একটি অন্যায়ের অজুহাতে আরেকটি অন্যায়ের বৈধতা দাবি করা যায় না।

ଜ. ସବାଇକେ ଏକମତେ ଆନାର ଚେଷ୍ଟା

ବିଭତ୍ତିର ଏକଟି କାରଣ ଐକ୍ୟେର ନାମେ ମତଭେଦ ଦୂର କରାର ଚେଷ୍ଟା । ଏତେ ଏକଟି ଅସମ୍ବ କମେ ଲିଙ୍ଗ ହେଁ ଆମରା ଏକଟି ସମ୍ବ କର୍ମକେ ଅସମ୍ବ କରେ ତୁଳି । ମତଭେଦ ବା ମତେର ଭିନ୍ନତା ଦୂର କରା ଏକଟି ଅସମ୍ବ ବିଷୟ । ଏହି ଇସଲାମେର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଓ ନୟ । ଆମରା ଦେଖେଛି ଯେ, ଐକ୍ୟେର ଅର୍ଥ ଏକମତ ହେଁଯା ନୟ । ଏକ ଅର୍ଥ ହନ୍ଦରେର ପ୍ରୀତି ଓ ଭାତ୍ତୁବୋଧ । ଆର ବିଭତ୍ତି ଅର୍ଥ, ମତେର ଭିନ୍ନତା ନୟ; ହନ୍ଦରେର ଶକ୍ତତା, ଦୂରତ ବା ହିଂସା-ବିଦେଶ । ପ୍ରଥମଟି ଦୂର କରା ସମ୍ବ ନୟ ଏବଂ କାମ୍ୟ ଓ ନୟ । ଦ୍ୱିତୀୟଟି ଦୂର କରା ବା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରା ସମ୍ବ । ଐକ୍ୟେର ନାମେ ସବାଇକେ ଏକମତେ ବା ‘ଏକଦଲେ’ ଆନାର ଚେଷ୍ଟାର ମାଧ୍ୟମେ ନତୁନ ଏକଟି ମତ ବା ଦଲେର ଉତ୍ତର ଛାଡ଼ା ବିଶେଷ କୋନୋ ଲାଭ ହୁଯ ନା । (ଆଲ ଈମାନ ଓୟାଲ ଇସଲାମ ପୃଷ୍ଠା ୭୬)

ଆଲେମଗଣେର ଇଥିତିଲାଫେର ଅନୁସରଣ କରା ଉଚିତ, ଇଫତିରାକ ବା ବିଭତ୍ତିର ନୟ! ଯୁବାଇର ଇବନୁଲ ଆଓୟାମ ରା. ବଲେନ, ରାସୂଲ ସା. ବଲେଚେନ, ‘ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଉତ୍ସତଗଣେର ବ୍ୟାଧି ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରବେଶ କରଛେ, ସେ ବ୍ୟାଧି ହଲ ହିଂସା ଓ ବିଦେଶ । ବିଦେଶ ମୁନ୍ଡନକାରୀ । ଆମି ବଲି ନା ଯେ, ତା ମାଥା ମୁନ୍ଦନକାରୀ କରେ, ବରଂ ତା ଦାନ ମୁନ୍ଦନ କରେ । ଯାର ହାତେ ଆମାର ଜୀବନ ତାଁର ଶପଥ! ଈମାନଦାର ନା ହଲେ ତୋମାରା ଜାନ୍ମାତେ ପ୍ରବେଶ କରତେ ପାରବେ ନା । ଆର ତୋମରା ପରମ୍ପର ଭାଲୋ ନା ବାସଲେ ଈମାନଦାର ହତେ ପାରବେ ନା । ଆମି କି ତୋମାଦେର ସେ ବିଷୟେର କଥା ବଲବୋ ନା, ଯା ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାଲୋବାସା ସଞ୍ଚି କରବେ? ତୋମାଦେର ମଧ୍ୟେ ସାଲାମେର ପ୍ରସାର ଘଟାଓ ।’ (ତିରମିଯୀ, ଆସ-ସୁନାନ ୪/୬୬୪)

ଆମାଦେର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଶ୍ୟ ସତି ସେଇ ଜାତିର ମତ ହେଁବେ, ଯାଦେର ମାଝେ ହିଂସା ଓ ବିଦେଶ ବିଦ୍ୟମାନ ଛିଲ । ହିଂସା ଓ ବିଦେଶ ଶବ୍ଦ ଦଢ଼ିର ଅବଶନ୍ତ ପାଶାପାଶ । ମୂଳତ ହିଂସା ଥେକେଇ ବିଦେଶେର ଜନା ନେଇ । ବର୍ତ୍ତମାନେ ଏହି ହିଂସା ଓ ବିଦେଶ ପତ୍ୟକ୍ଷ କରା ଯାଚେ ଆଲେମ ଏବଂ ଓଲାମାଦେର ମାଝେଓ । ଆଲେମ ଏବଂ ଓଲାମାରା ଦାନେର ମୁଜତାହିଦ । ଅର୍ଥାତ ଏକଜନେର ସାଥେ ଅପରଜନେର ମତେର ମିଳ ନା ହଲେଇ ପରମ୍ପର ପରମ୍ପରେର ପ୍ରତି ବିଦେଶ ପୋଷଣ ଶୁରୁ କରେ ।

ଏହି ଅବଶ୍ୟ ଯେନ ତୈରି ନା ହୁଯ ସେ ଜନ୍ୟ ଇସଲାମେ ‘ଇଥିତିଲାଫେର ସୁଯୋଗ ରହେଛେ । ଅର୍ଥାତ ଦାନେର କୋନୋ ବିଷୟେ ବିଭିନ୍ନ ଆଲେମ ବିଭିନ୍ନ ମତ ଦିତେ ପାରେନ । ଏବଂ ତାରା ପ୍ରତ୍ୟେକେଇ ନିଜେର ମତକେ ଶୁଦ୍ଧ ମନେ କରେ ସେଇ ମତେର ଉପର ଅଟଲ ଥାକତେ ପାରବେନ । ଏହି ଅବଶ୍ୟକେ ଇସଲାମେ ‘ଇଥିତିଲାଫ ବଲା ହୁଯ । କିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନେ ଇଥିତିଲାଫେର ଶନ ‘ଇଫତିରାକ ଦଖଲ କରେ ନିଯେଛେ ।

ইফতিরাক অর্থ বিচ্ছিন্ন হওয়া অথবা দলে দলে বিভক্ত হওয়া। বর্তমানে অনেক আলেমরাও ইখতিলাফ না করে ইফতিরাক করছেন। অর্থাৎ কোনো বিষয়ে মতের মিল না হলেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যাচ্ছেন। অপর পক্ষকে বাতিল বা ভাস্ত বলে ঘোষণা করছেন। ইখতিলাফের মূল সৌন্দর্য হল, মতভেদ সত্ত্বেও কেউ কারো মতকে বাতিল বলে গণ্য না করা। কারও প্রতি বিদ্রোহ পোষণ না করা এবং সর্বোপরি পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা না হারানো।

আর ইফতিরাকের মূল উদ্দেশ্যই হল, পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া। কার্যত ইখতিলাফ এখন গৌণ বিষয়, আর ইফতিরাক মুখ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

অথচ, ইফতিরাক অর্থাৎ দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাওয়া ইখতিলাফের সবচেয়ে নিন্দনীয় পর্যায়। ইখতিলাফ সবসময় ‘ইফতিরাক’ অর্থাৎ দলাদলি সংষ্ঠি করে না। সাহাবীগণের সময় থেকে সব যুগেই আলেম ওলামাদের মধ্যে ইখতিলাফ ছিল, অর্থাৎ মতভেদ ছিল। কিন্তু তাদের মাঝে ইফতিরাক অর্থাৎ দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার প্রবণতা ছিলো না। শরীয়তের দষ্টিতে ইখতিলাফ বা মতভেদ নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু ইফতিরাক বা দলাদলি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

অথচ আজ অনেকে ইখতিলাফ বা মতভেদে বিশ্বাসী নন, ইফতিরাক বা দলাদলিতে বিশ্বাসী। কারো মতামত বা ফতোয়া আপনার পছন্দ হলো না; আর আপনি অমনি তাকে বাতিল বলে ঘোষণা দিলেন। এসব ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। অথচ আজ আমরা এই নিষিদ্ধ কাজেই বেশি আগ্রহী! আল্লাহ আমাদেরকে দ্বানের সঠিক বুঝা দান করুন। আমীন।